বঙ্গদেশে যে রূপে আম্র বৃক্ষ প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতে যে সকল ফল জন্মে তাহার বিবরণ।

উত্তরপাড়া নিবাসী,

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

জমীদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

২৫০ *

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্র।

১৭৯৭ শক।

বঙ্গদেশে যে রূপে আম্র বৃক্ষ প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতে যে সকল ফল জন্মে তাহার বিবরণ।

১। বিশেষ যত্ন করিলেও আঁটী জাত বৃক্ষ হইতে প্রায়ই পূর্ব্ব সদৃশ অর্থাৎ আসল আম্রের ন্যায় ফল উৎপন্ন হয় না বরং অনেক অংশে মিষ্ট-তাদি গুণের অভাব হইয়া থাকে, এজন্য কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যোঁড় কলমের সৃষ্টি করিয়া সেই অভাবের দূরীকরণ করিয়াছেন। যে বৃক্ষে যোড় কলম বাঁধা যায় তাহার ফল তত্তুল্য হইয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় না।

২। আঁটী পুঁতিলে বৃক্ষ জন্মে এবং কেহ কেহ আম্রের ২ দুই পার্শ্ব হইতে ২ দুই চাকলা তুলিয়া অবশিষ্ট আঁটীর সহিত অংশ পুঁতিয়া থাকেন কিন্তু উক্ত উভয় বিধ বৃক্ষেরই ফল আসল আম্রের ন্যায় হয় না।

৩। উত্তম হউক বা অধমই হউক সকল প্রকার আম্রের আঁটী জাত চারা হইতেই যোড় কলম হইতে পারে ইহা চারার গুণ ধারণ না করিয়া যে বৃক্ষে কলম বাঁধা যায় তাহারই গুণ আশ্রয় করে। যে চারা দ্বারা উক্ত কলম প্রস্তুত হয় তাহা ১॥ ডের বা দুই ২ বৎসরের হওয়া আবশ্যক নতুবা উত্তম কলম হয় না

৪। প্রথমতঃ আঁটীর চারা ২ বা ৩ মাসের হইলে মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া তাহার মূল শীকড় অনুমান ৬ ছয় ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চি রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ উন্নমন করিয়া অর্থাৎ উপরি ভাগে মুচিড়িয়া তুলিয়া দিতে হয় তদনন্তর ঐ অবস্থায় পুনর্ব্বার মাটিতে পুঁতিয়া কলম বাঁধিবার ১ এক মাস পূর্ব্বে ঐ চারা তুলিয়া মাটীর টবে পুরাতন গোময়ের সার সংযুক্ত মৃত্তিকা পূরিয়া তাহাতে বসাইবে। উক্ত মূল শীকড় মুচিড়িয়া দিবার কারণ এই যে টবে বসাইবার সময় মূল শীকড় ৯ ইঞ্চির অধিক থাকিলে চারা মরিয়া যায়। টবে চারা ১৫ দিবস রাখিয়া কলম বাঁধিতে হয়।

৫। যে গাছের ডালে যোড় কলম বাঁধিবে তাহার অর্থাৎ সেই ডালের নিকট চারা বান্ধা আবশ্যক; কিন্তু ডাল মৃত্তিকার অতি নিকটে থাকিলে

ভারার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ যে কোন রূপে টব থাকিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। চারা সরু বা মোটাই হউক বৃক্ষের ডাল তদ্রূপ অর্থাৎ সরু চারা হইলে সরু ডাল, মোটা চারা হইলে মোটা ডালের আবশ্যক। উভয়ে এক রূপ না হইলে ভাল রূপ কলম হয় না। সুধার ইংরাজি ছুরী দ্বারা টব স্থিত চারার অনুমান ৬ ছয় বুকল নাং এক ফুটের উপরে আন্দাজী ৩ তিন বুকল ঐ চারার অর্দ্ধ পরিমাণ চাঁচিয়া ফেলিতে হয় এবং যে ডালে কলম বাঁধিবে তাহারও ঐ রূপ তিন বুকল অর্দ্ধেক চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে, পরে ঐ দুইটী একত্র সংযোগ করিয়া শনের টুইল শুতলী দ্বারা উপর নীচে ও মধ্য স্থান তিনটী বন্ধন দিতে হয়।

৬। এক বৃক্ষে এক জাতীয় বিবিধ ফলের উৎপত্তি অতিশয় আমোদ কর, এজন্য উক্ত রূপে একটী চারায় ক্রমান্বয়ে তিন বা চারিটী বৃক্ষের ডাল বাঁধিলে এক বৃক্ষেই তিন চারি প্রকার আম্র ফল জন্মে; কিন্তু সচরাচর একটী ডাল বাঁধাই রীতি, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম ফল ফলিয়া থাকে।

৭। ১৫ দিনের পরে ৩ মাসের মধ্যে যোড় কলম প্রস্তুত হয় পশ্চাৎ ঐ যোড় কলমের চারার ঊর্দ্ধ অংশ এবং ডালের নিম্ন ভাগ কাটিয়া তদবস্থায় ১০ বা ১৫ দিবস টবে রাখিয়া ২৫ ফুট অন্তর চারি চৌকা ১ হাত গর্ত্তে কিঞ্চিৎ পুরাতন গোময় যুক্ত মৃত্তিকা স্থাপন পূর্ব্বক টব ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ব মৃত্তিকার সহিত কলম বসাইতে হয়, এবং কলমের যোড় মৃত্তিকা হইতে অন্যূন অর্দ্ধ হাত উপরে রাখা কর্ত্তব্য। এই রূপে কলমের চারা বসান হইলে যদি অতিশয় রৌদ্র লাগে তবে তাহাতে ১০।১৫ দিন কোন প্রকার আচ্ছাদন দেওয়া উচিত। যে ভূমিতে চারা বসান যায়, তাহা উত্তম রূপে কর্ষিত অর্থাৎ চসা খোঁড়া হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা বৃক্ষ সতেজ হয় না, ভিটায় অর্থাৎ যে খানে পূর্ব্বে ঘর ছিল তথায় চারা পুঁতিলে মরিয়া যায়, এবং যথাযোগ্য স্থানে পুঁতিয়াও যদি গোড়ায় দেওয়ালের মাটী সংযোগ হয় তবে তাহাও বিনষ্ট হয়।

৮। সকল ঋতুতেই কলম প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে বর্ষাই উত্তম কাল। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে প্রত্যহ জল সেচন করিলেও অপেক্ষাকৃত কাল বিলম্ব হয়। সুযোগ্য মালী কর্ত্তৃক উত্তম রূপে প্রস্তুত

হইলে কাল বিলম্বের সম্ভব থাকে না এবং যোড় কলমও রীতি মত হইয়া থাকে।

৯। যোড় কলম বর্ষাকালে মৃত্তিকাতে বসাইলে জল দিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, অথচ কলমও মারা যায় না; কিন্তু শীত বা অন্য কোন কালে বসাইলে প্রত্যহ টিনের ঝারনা দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে জল সেচন করিতে হইবে, এই রূপে তিন চারি বৎসর জল সেচন করিলে এবং মধ্যে মধ্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা ফোড় দ্বারা কিম্বা অন্য কোন রূপে অল্প পরিমাণে খুঁড়িয়া দিলে চারা সতেজ হইয়া বাড়িয়া উঠে। সরিষার খইল এক মাস কাল মাটীর ভিতর পচাইয়া তাহার সহিত ঝুর মাটী মিশাইয়া অল্প পরিমাণে তিন বা চারি মাস অন্তর ঐ চারার চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। যোড় কলম এক বৎসর কাল মৃত্তিকায় পোতা হইলেই মুকুল অর্থাৎ বউল বহির্গত হয়, এই মুকুল না ভাঙ্গিয়া দিলে উহা হইতে ফল জন্মে, কিন্তু এই প্রকারে অর্থাৎ অল্প কালের মধ্যে ফল হইলে বৃক্ষ রীতি মত বাড়ে না; এজন্য অনেকেই পোঁতার পর ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বউল ভাঙ্গিয়া দেন। বৃক্ষ ৩ বা ৩॥ হাত উচ্চ হইলে বউল ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই।

১০। যদি বর্ষাকালে বাগানে জল না বসান যায়, তবে আঁটীর বৃক্ষ কিম্বা যোড় কলম প্রচুর পরিমাণ ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না, এজন্য সমুদয় বাগানে আলুর বা বেগুণের ভূমির ন্যায় মাটীর জুলি কাটাইলে তাহাতে সমুদয় বৃষ্টির জল ক্রমশঃ বসিয়া যায়, অপর স্থানে বহির্গত হইতে পারে না। জুলি কাটার সময় শীকড়ে আঘাত লাগিলে বৃক্ষের তেজ হানির সম্ভাবনা; এ নিমিত্ত ঐ সময়ে যাহাতে শীকড় কাটা না যায় তদ্বিষয়ে সযত্ন হইবে। বৃক্ষের গোড়ায় অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা না থাকে অর্থাৎ বাগানের অন্য মৃত্তিকার সহিত বৃক্ষ মূলের মৃত্তিকা সমান ভাবে থাকাই আবশ্যক।

১১। ফাল্গুণ বা চৈত্র মাসে কড়ায়া ধরিলে বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিলে রৌদ্রের উত্তাপে ঐ সকল কড়ায়া পড়িয়া যায়, এ জন্য ঐ সময়ে জল সেচন কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসে বাগানের সমুদয় ভূমি কোদাল দিয়া বা

অন্য কোন মতে খুঁড়িয়া তৃণাদি শূন্য করত মৃত্তিকা সমান করিয়া দিতে হয়।

১২। পাড়িবার দোষে উত্তম আম্রও বিস্বাদু হয় এ জন্য আম্রের পক্কাবস্থায় জাল আঁকশী দিয়া নাড়া চাড়া করিলে যদি সহজেই আম্র ঐ আঁকশীর ভিতরে পড়ে তবে তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক বিবেচনা মত ২।১ দিন ঘরে রাখিয়া ভক্ষণ করিলে অমৃত তুল্য সুস্বাদ বোধ হয়।

১৩। যে সকল আম্র আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে পাকিয়া থাকে, তাহা জাল দ্বারা বেষ্টিত না করিলে পক্ষী এবং কাট বিড়ালী প্রভৃতিতে খাইয়া ফেলে। অতএব উক্ত রূপে ঘেরিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১৪। কলমের বৃক্ষের মূল শীকড় স্বভাবতই ছোট হওয়ায় বৃক্ষের বল আঁটীর বৃক্ষ অপেক্ষা অল্প হয় এ জন্য অতিশয় ঝড় হইলে অনেক বৃক্ষই মৃত্তিকায় পতিত হইয়া যায়; কিন্তু ঐ পতিতাবস্থায় ক্রমশঃ বৃক্ষ বাড়িতে থাকে এবং তাহাতে বহুকালাবধি যথেষ্ট ফল ফলে।

১৫। গোড় কলম ব্যতীত গুল কলম নামক আর একরূপ কলম প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাঁহা হইতে পরিশ্রমের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং ঐ বৃক্ষও শীঘ্র বাড়ে না ও অধিকাংশ মরিয়া যায়, এ জন্য উহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে।

নানা প্রকার আম্রের বিবরণ।

১। সকল আম্রের মধ্যে বোম্বাই আম্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মিস্ট রসে এ প্রকার সুস্বাদ আম্র আর কোন আম্র নাই।

২। ন্যাংড়া আম্র বানারস প্রভৃতি হিন্দুস্থানেতে হয়। কলিকাতায় ঐ আম্র বিক্রয় হইতে আইসে, ইং শ্রাবণ নাং ৩০ এ, আষাঢ় পাওয়া যায়, দাম ইং ৬) টাকা নাং ২৫৲ টাকা শত আম্র বিক্রয় হয়, মধ্যমকায়, এই আম্রের কলম কেহ কেহ বঙ্গ দেশে আনাইয়া বসাইয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত আম্র হওয়া জন শ্রুতিতে শুনা যায় নাই।

৩। বোম্বাই আম্র সাত প্রকার তাহার কলম বোম্বাইয়ের এগ্রীকল-চরেল সোসাইটী হইতে কলিকাতার এগ্রীকলচরেল সোসাইটীতে পাঠাইয়া

দেয়, সেখান হইতে কলম লইয়া ক্রমশঃ সকলে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, নিজ বোম্বাই সহরে সমুদ্রের ধারে এপর্য্যন্ত প্রথম আঁটীর কাল বোম্বাই বৃক্ষ জীবিত আছে কিন্তু তাহার ডাল পালা অনেক ভগ্ন হইয়াছে, সেই গাছের কলম হইতেই এক্ষণে সকল কাল বোম্বাই উৎপন্ন হইতেছে। বোম্বাই আম্রের রং কাল ও মধ্যম কায়, দর ৬, টাকা নাং ২৫, টাকা শত আম্র বিক্রয় হয় এবং ইং ১লা নাং ৩০ এ, জ্যৈষ্ঠ ঐ আম্র বঙ্গদেশে পাওয়া যায় এবং আষাঢ় মাহাতে হিন্দুস্থানে পাওয়া যায় ঐ সাত প্রকার বোম্বাই আম্রের মধ্যে ছয় প্রকার আম্র প্রায় একই সময়ে হয় এবং মিষ্টতা ও আস্বাদন প্রায় তুল্য হয় রঙ্গের কিঞ্চিৎ প্রভেদ হয় অতি সামান্য ইতর বিশেষ কিন্তু বাঁকী এক প্রকার ছোট খাজা বোম্বাই আম্র হয় এবং বৈশাখ মাসের ২০ শে, হইতে পাকিতে সুরু হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের ২০ শে পর্য্যন্ত থাকে এবং কাঁচার সময় এক প্রকার কাঁচা মিটা বলা হয়, এই আম্র শক্ত প্রযুক্ত জল খাইবার পক্ষে ভাল হয় এবং এই আম্র বাজারে বিক্রয় হয় না।

৪। ফজলি আম্র শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে ঐ আম্র অতি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ কায় এবং বাজারে ৩০, টাকা নাং ৫০, টাকা দরে এক শত আম্র বিক্রয় হয় ঐ আম্রের বৃক্ষ শ্রীরামপুরের রঘুনাথ গোস্বামী মহাশয়ের জমীদারীর ভিতর মালদহ জেলাতে আছে সেই স্থান হইতে কলম আনাইয়া এক্ষণে কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম সকলেতে ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া আম্র ফলিতেছে।

৫। গোপালে ধোপা নামক এক প্রসিদ্ধ উত্তম আম্র জ্যৈষ্ঠ মাহাতে পাওয়া যায় রঙ্গ লাল হয় এবং বৃহৎকায়, ও বাজারে ১৫, টাকা নাং ২৫, টাকা দরে এক শত আম্র বিক্রয় হয়, এই আম্রের আঁটীর বৃক্ষ কলিকাতার দক্ষিণ বারুইপুর গ্রামে এক জন গোপালে ধোপা নামক ব্যক্তির বাটীতে হইয়াছিল সেই স্থানের মহাত্মা ৺ রাজ বল্লভ রায় চৌধুরি মহাশয় তাহার কলম তৈয়ার করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

৬। অন্যান্য আম্র নানা প্রকার আছে কিন্তু এক এক নামের কোন আম নানা স্থানে নানা প্রকার মিষ্টতা ও নানা প্রকার স্বাদ হইয়া

থাকে যেমন গোপাল ভোগ নামক আম্র কোন স্থানে ক্ষীরের মত স্বাদ হয় কোন স্থানে পাকা তালের মত স্বাদ হয় ও কোন স্থানে টক হয় হিমসাগর আম্র ঐরূপ হইয়া থাকে।

৭। যে সকল আম্র এ প্রদেশে অর্থাৎ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নাম-জাদা এবং উত্তম তাহা নিম্নলিখিত ফর্দ্দে লিখিত হইল। ইহার মধ্যে সকল আম্রই মিষ্ট রস এবং নানা প্রকার সুস্বাদ ও আঁশ নাই কেবল মাত্র বড় বৈশাখী আম্রেতে কিছু আঁশ আছে এবং মিষ্টতা কিছু কম কিন্তু ঐ আম্র বৈশাখ মাসে অসময়ে পাকিয়া থাকে এজন্য তাহার বাজারে ১০ টাকা শতকরা দর, আর বৃন্দাবনি আম্র অল্প আঁশ আছে তাহা আষাঢ় মাসে পাকিয়া থাকে, এই আম্র গৃহস্থ পোষা যেহেতু তাহা বিস্তর ফলন হয় যে একটী বৃক্ষ থাকিলে তাহাতে ইং ফাল্গুণ নাং আষাঢ় ৫ পাঁচ মাস আমসী কাসুন্দী অম্ল মোরব্বা পাকা আম্র সংসারে পরিপূর্ণ হয় এবং দিব্য সুস্বাদ মিষ্ট এবং প্রকাণ্ড বড় আম্র, বক্রী স[illegible] আম্রেই উত্তম এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই তিন মাহাতেই পক্ক হয়।

নাম।	আদিতে কোন স্থানে হয়।	কোন মাসে পক্ক হয়।
১ নং, সুন্দর সাহা,	এগ্রীকল চরেল সো-সাইটী, কলিকাতা।	ইং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, নাং ১৫ই আষাঢ়।
২ ,, ফিরোজাবলী,	,,	জ্যৈষ্ঠ।
৩ ,, ক্ষীরসপাটী,	,,	,,
৪ ,, লার্জ্জ মালদহ,	,,	,,
৫ ,, গোপালভোগ,	,,	ইং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, নাং ১৫ই আষাঢ়।
৬ ,, গোয়া,	এ, শো, কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
৭ ,, চকচকিয়া,	,,	,,
৮ ,, আগাবেগ,	,,	,,
৯ ,, ডিকুরুজ,	,,	,,
১০ ,, ভাদরিয়া,	,,	,,

১১ নং,	কপাটভাঙ্গা,	হুগলি জেলা।	জৈষ্ঠ।
১২ ,,	বসন্তী বোম্বাই,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
১৩ ,,	কাল বোম্বাই,	,,	,,
১৪ ,,	খাজা বোম্বাই,	,,	ইং ১৫ই বৈশাখ নাং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।
১৫ ,,	বগলসা,	হুগলি জেলা।	ইং ২০শে জ্যৈষ্ঠ নাং ১৫ই আষাঢ়।
১৬ ,,	বৃন্দাবনি,	এ, শো, কলিকাতা।	ইং ১৫ই আষাঢ় নাং ১৫ই শ্রাবণ।
১৭ ,,	মাণিক চট্টো,	হুগলি জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
১৮ ,,	তারাচরণ,	,,	,,
১৯ ,,	রাঙ্গা [illegible],	এই আম্র এক প্রকার বোম্বাই।	,,
২০ ,,	[illegible] ধোপা,	বারুইপুর ২৪ পরগণা।	,,
২১ ,,	[illegible]	মালদাহ জেলা।	শ্রাবণ।
২২ ,,	[illegible] বোম্বাই,	এ, শো, কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
২৩ ,,	[illegible] বোম্বাই,	,,	,,
২৪ ,,	[illegible] বোম্বাই,	,,	,,
২৫ ,,	বড় বৈশাখী,	হুগলি জেলা।	ইং ১৫ই বৈশাখ নাং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।
২৬ ,,	[illegible] যোড়া,	,,	আষাঢ়।
২৭ ,,	[illegible] সিঁদুর,	,,	,,
২৮ ,,	ক[illegible] খাজা,	,,	,,
২৯ ,,	রাঙ্গা খাজা,	,,	,,
৩০ ,,	পরাণ [illegible],	,,	জ্যৈষ্ঠ।
৩১ ,,	শ্রীরামপুর ফজলী,	মালদহ জেলা।	শ্রাবণ।
৩২ ,,	সাহানশা,	হুগলী জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৩৩ ,,	বেলেপ্রতাপপুর,	,,	,,
৩৪ ,,	বারমেসে শ্রীরামপুর,	ঠিকানা পাওয়া যায় না।	ভাদ্র।

৩৫ নং,	হিম সাগর শ্রীরামপুর,	হুগলী জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৩৬ ,,	হিম সাগর বাকুইপুর,	২৪ পরগণা।	,,
৩৭ ,,	গোললণ্ঠন বাকুইপুর,	,,	,,
৩৮ ,,	বোম্বাই বাকুইপুর,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৩৯ ,,	সিলন বাকুইপুর,	,,	,,
৪০ ,,	শশা ফুলী বাকুইপুর,	২৪ পরগণা।	,,
৪১ ,,	কোম্পানির বাগান বাকুইপুর,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৪২ ,,	তেকাটা বাকুইপুর,	২৪ পরগণা।	,,
৪৩ ,,	তিলে বোম্বাই বাকুইপুর,	,,	,,
৪৪ ,,	আষাঢ়ে মনোহর মুখো	জেলা হুগলী।	আষাঢ়।
৪৫ ,,	গোলাপী শুঁড়,	কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
৪৬ ,,	মৎছুবা শুঁড়,	,,	,,
৪৭ ,,	গোয়া শুঁড়,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৪৮ ,,	গোপাল ভোগ আলম বাজার,	২৪ পরগণা	,,
৪৯ ,,	হিম সাগর আলমবাজার,	,,	,,
৫০ ,,	ক্ষেতু বাবু আলম বাজার,	২৪ পরগণা।	জ্যৈষ্ঠ।
৫১ ,,	বোম্বাই আলম বাজার,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৫২ ,,	বার মেসে আলম বাজার,	২৪ পরগণা।	,,
৫৩ ,,	সাপসন,	হুগলী জেলা।	,,
৫৪ ,,	আসমান তারা,	,,	,,
৫৫ ,,	ডালভাঙ্গা,	,,	,,
৫৬ ,,	পেটর আষাঢ়ে,	,,	আষাঢ়।
৫৭ ,,	বড় ক্ষীরে,	,,	জ্যৈষ্ঠ।
৫৮ ,,	ছোট ক্ষীরে	,,	,,
৫৯ ,,	শরির খাস,	,,	,,

৬০ নং,	তারা,	হুগলী জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৬১ ,,	কালা পানি,	,,	,,
৬২ ,,	জগৎ বেড়,	কলিকাতা।	,,
৬৩ ,,	হাজরা,	হুগলি জেলা।	,,
৬৪ ,,	ন্যাংড়া,	হিন্দুস্থান।	আষাঢ়।
৬৫ ,,	ফুলী,	হুগলী জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৬৬ ,,	বড় ধূমো,	,,	,,
৬৭ ,,	কেলো,	,,	,,
৬৮ ,,	চাঁপটা,	২৪ পরগণা।	,,
৬৯ ,,	মেঙ্গালোর,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৭০ ,,	মালদহ,	,,	,,
৭১ ,,	এববশনাট,	বোটেনিকেল গার্ডেন কলিকাতা।	,,
,,	বিনমটকো,	ত্রিবেণী বিষপাড়া হুগলী জেলা।	,,

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।